ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
****

স-৫১০
আগরতলা, ১৯মে,২০১৭

কেন্দ্র বরাদ্দ কমিয়ে দিলেও প্রতিশ্রুতি মতো পানীয় জল পৌঁছে দিতে রাজ্য সরকার সচেষ্ট ঃ মুখ্যমন্ত্রী

বামফ্রন্ট সরকারের ভাবনা গরীব, নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত, শ্রমিক, কৃষক, ছোট, মাঝারি ব্যবসায়ী, তপশিলী জাতি - উপজাতি, ধর্মীয় সংখ্যালঘু অংশের মানুষের কল্যাণ। এই সরকারের বিরুদ্ধে কুৎসা, বিভ্রান্তি ছড়ানোর চেষ্টা হচ্ছে। এই অপপ্রয়াস মোকাবিলা করতে হবে। সবাইকে সচেতন থাকতে হবে। আজ বিকালে আড়ালিয়ায় ভূগর্ভস্থ জল শোধনাগারের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন উপলক্ষে আয়োজিত সভায় মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার একথা বলেন। অনুষ্ঠানে নগরোন্নয়ন মন্ত্রী মানিক দে প্রধান অতিথি হিসেবে এবং পানীয় জল ও স্বাস্থ্যবিধি দপ্তরের মন্ত্রী রতন ভৌমিক বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সভাপতিত্ব করেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র ড. প্রফুল্লজিৎ সিনহা।

নবনির্মিত এই জল শোধনাগারের ক্ষমতা ৩.২ এম এল ডি। এখান থেকে ঘোষ পাড়া, পাল পাড়া, শান্তি পাড়া, মুসলীম পাড়া, লোকনাথ পাড়া, সুভাষ পল্লী, একতা সংঘ, ঋষি পাড়া, গুপি পাড়া, শিবমন্দির পাড়া, চাম্পামুড়া এবং সূর্যসেন কলোনী এলাকার বাড়িগুলিতে পরিস্রুত পানীয় জল পৌঁছে দেওয়া হবে। সব মিলিয়ে পানীয় জলের সংযোগ পাবে ১২০০ বাড়ি। ইতিমধ্যে ৪৩০টি বাড়িতে পানীয় জলের সংযোগ দেওয়া হয়েছে। সব মিলিয়ে প্রকল্প ব্যয় ৩ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা। আজ বিকালে এই অনুষ্ঠানে ঐ এলাকার ব্যাপক অংশের মানুষ সমবেত হন।

মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার বলেন, চার বছর আগে রাজ্য সরকার ঘোষণা করেছিল ২০১৮ সালের মধ্যে রাজ্যের প্রতিটি এলাকায় পরিস্রুত পানীয় জল পৌঁছে দেওয়া হবে। রাজ্য সরকারের বিশ্বাস ছিল পরিকল্পনা অনুযায়ী এই কাজ সময়মতো করা সম্ভব হবে। কিন্তু কেন্দ্রে বর্তমান সরকার আসার পর হঠাৎ করেই এই কাজ করার জন্য যে টাকা প্রয়োজন তা কমিয়ে দেয়। অর্থ বরাদ্দ চার ভাগের একভাগ করে দেয়। টাকা কমিয়ে দিলেও রাজ্য সরকারের প্রতিশ্রুতি মতো যে গ্রামে পানীয় জল পৌঁছেনি সেখানে জল পৌঁছে দেবে। তাই অনেক ক্ষেত্রেই নতুন প্রকল্প হাতে না নিয়ে অনেক প্রকল্প থেকে টাকা কেটে পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার কাজ করা হচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার রেশনে চিনি দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। কেরোসিন দেওয়া এখনো চালু থাকলেও দাম বাড়ানো হচ্ছে। দাম বাড়তে বাড়তে বাজার দামের সমান হলে কেউ আর রেশন থেকে কেরোসিন নেবেন না। আগে মাথাপিছু মাসে সাত কেজি চাল দেওয়া হতো। এখন তা কমিয়ে পাঁচ কেজি করা হয়েছে। অতি সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার জানাতে বলেছে ত্রিপুরায় কত পরিবার রেশনের চাল ব্যবহার করেন না। এভাবে আসলে রেশন ব্যবস্থাটাই তুলে দিতে চাইছে কেন্দ্রীয় সরকার। তারা শিক্ষা, স্বাস্থ্য খাতে অর্থ বরাদ্দ কমিয়ে দিচ্ছে। অন্যদিকে রাজ্য সরকার স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় করছে। হাসপাতাল তৈরী করা হচ্ছে। হাসপাতালে খাবার দেওয়া হচ্ছে। কিছু কিছু অষুধও দেওয়া হচ্ছে। হাসপাতালের পরিকাঠামো ব্যবহারের জন্য রোগীর কাছ থেকে কোনও টাকা নেওয়া হয়না। অন্যদিকে কেন্দ্রীয় সরকার এসব ক্ষেত্রকে বেসরকারী করে দেওয়ার চেষ্টা করছে। তিনি বলেন, রেগায় আমাদের দাবি বছরে ২০০ দিনের কাজ। গত অর্থ বছরে ত্রিপুরায় গড়ে ৯৪ শ্রমদিবসের কাজ করা হয়েছে। চলতি অর্থ বছরে গড়ে মাত্র ৪২ দিনের কর্মসংস্থানের কথা বলেছে কেন্দ্রীয় সরকার। আশার কথা এসব মানুষ মেনে নিচ্ছেননা। দেশের কৃষক, শ্রমিক, সরকারি কর্মচারি, বীমা কর্মী, মিড ডে মিল কর্মী, আশাকর্মীরা প্রতিবাদে সামিল হচ্ছেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিভিন্ন জায়গায় সংখ্যালঘুরাও আক্রান্ত হচ্ছেন। ধর্মের সুরসুরি দিয়ে সমস্যা সৃষ্টি করে মানুষের মৌলিক সমস্যাগুলি থেকে নজর অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই পরিস্থিতিতে শুধু বিশুদ্ধ পানীয় জল খেয়ে তো থাকা যাবেনা। আমাদের ভাত চাই, অষুধ চাই, ছেলে মেয়েদের লেখাপড়ার ব্যবস্থা চাই। তাই সব দিকে তাকাতে হবে। সবাইকে সজাগ সচেতন থাকতে হবে।

This document was created using SmartPDF Converter. To remove this message, purchase the product at www.SmartPDFConverter.com

অনুষ্ঠানে নগরোন্নয়ন মন্ত্রী মানিক দে বলেন, পরিকল্পনা অনুযায়ী আগরতলা শহরের দক্ষিণাঞ্চলের মানুষের কাছে পরিস্রুত পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার কাজ চলছে । এজন্য ৭টি পানীয় জল প্রকল্পের কাজ চলছে। জল পৌঁছে দেওয়ার জন্য ২৯১ কিলোমিটার পাইপ লাইন পাতা হবে । জলাধার করা হবে ১৪টি । সব মিলিয়ে ব্যয় ধরা হয়েছে ২৯৭কোটি টাকা । নগরোন্নয়ন মন্ত্রী এবিষয়ে আলোচনায় সাধুটিলা, বাধারঘাট, রামপুর, প্রগতি স্কুল সংলগ্ন নির্মিয়মান জল প্রকল্পগুলির কথা উল্লেখ করেন । তিনি বলেন, আগরতলা পুর নিগম নাগরিকদের বিভিন্ন চাহিদা পূরণের কাজ করছে । এখনো যেসব সমস্যা রয়েছে তা পর্যায়ক্রমে সমাধান করা সম্ভব হবে ।

পানীয় জল ও স্বাস্থ্যবিধি দপ্তরের মন্ত্রী রতন ভৌমিক বলেন, সব মানুষকে বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ করার কাজ চলছে । রাজ্যের ৮ হাজার জনবসতি এলাকার পুর পরিষদ এলাকা, আগরতলা পুর নিগম এলাকায় মানুষের কাছে পরিস্রুত পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হলেও কেন্দ্রীয় সরকার প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করছেনা । তাতে কাজের গতি বাধা পাচ্ছে । এর পরও রাজ্যের বিরাট অংশের মানুষের কাছে পরিস্রুত পানীয় জল পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হওয়ায় জলবাহিত রোগের প্রকোপ অনেক কমেছে । প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেন, আমাদের সবারই লক্ষ্য রাখতে হবে পানীয় জলের যেন অপচয় না হয় ।

অনুষ্ঠানের সভাপতি আগরতলার মেয়র ড. প্রফুল্লজিৎ সিনহা বলেন, জনগণের সাহায্য সহযোগিতায় বিভিন্ন উন্নয়মূলক কাজ রূপায়ণ করা সম্ভব হচ্ছে । তিনি আশা প্রকাশ করেন আগামী দিনেও এই সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে । বক্তব্য রাখেন বিধায়ক রামু দাস । অন্যান্যদের মধ্যে মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন পুর নিগমের ডেপুটি মেয়র সমর চক্রবর্তী, পুর পারিষদ কল্পনা ঋষিদাস । স্বাগত বক্তব্য রাখেন মিউনিসিপাল কমিশনার দেবপ্রিয় বর্ধন । অনুষ্ঠানের শুরুতে চীফ ইঞ্জিনীয়ার সদ্য প্রয়াত অসীম চক্রবর্তীর স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয় । মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার নগরোন্নয়ন মন্ত্রী মানিক দে, পানীয় জল ও স্বাস্থ্যবিধি দপ্তরের মন্ত্রী রতন ভৌমিক প্রয়াত অসীম চক্রবর্তীর পরিবারের পরিজনদের প্রতি সমবেদনা জানান।

****

This document was created using Smart PDF Converter
To remove this message purchase the product at www.SmartPDFConverter.com